দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 02 2002

ইনকিলাব ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল (শুক্রবার) বাংলা একাডেমীর মহান একুশের বইমেলা উদ্বোধন শেষে বিভিন্ন বই স্টল পরিদর্শন করেন

অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

মাতৃভাষা অনুশীলনের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল (শুক্রবার) বাংলা একাডেমীতে অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করে বলেছেন, মাতৃভাষায় অনুশীলন জোরদার করার পাশাপাশি আমাদেরকে বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে। তা না হলে আমরা একদিকে আমাদের জাতীয় ভাবধারাকে ভিন দেশীদের কাছে তুলে ধরতে পারবো না। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়ও আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে পিছিয়ে পড়বো। একই সঙ্গে আমাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে তথ্য-প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের ভাষাও। তাহলেই আমরা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবো একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ। তিনি বাংলা ভাষায় লেখা বই ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং অন্যান্য ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার বাংলায় অনুবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ ব্যাপারে যোগ্য অনুবাদক ও পণ্ডিতদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। বেগম জিয়া বলেন, সৃজনশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে অমর একুশে গ্রন্থমেলার একটি বিশেষ ইতিবাচক অবদান রয়েছে। সারাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

অমর একুশে গ্রন্থ মেলার উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে বাইরে থেকে আরোপ করা কোনো কিছুই এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে না উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, বইয়ের জগতকে সম্প্রসারিত করতে হলে দেশের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়সমূহ নিয়েও আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের ভাবতে হবে। তাদের লেখায় এমন সব বিষয় থাকতে হবে যা মানুষকে কর্মের পথে, ত্যাগ-তিতিক্ষার পথে উদ্বুদ্ধ করবে এবং আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঠিক পরিচয় তুলে ধরবে। গত মাসে অষ্টম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০০২ সালকে গ্রন্থবর্ষ হিসেবে তার ঘোষণাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বইয়ের উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে গঠনমূলক যা কিছু করা প্রয়োজন তা করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কোন দ্বিধা করবে না। প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই সরকার গ্রহণ করবে ও অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ বছর প্রিয়জনদের দেয়া উপহারের তালিকায় শুধু বই আর বই রাখার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, কেবল সংখ্যার দিক থেকেই নয় বরং গুণগত দিক থেকেও দেশীয় প্রকাশনা শিল্পের প্রসার এবং সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এ অনুষ্ঠানে তিনি ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদানদেরসহ এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বিভিন্ন আন্দোলনে আত্মদানকারী বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী যে তরুণদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমাদের মহান জাতীয় দিবস একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের প্রতি অভিনন্দন জানান।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত বইমেলার এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী স্বাগত ভাষণ দেন এবং বাংলা একাডেমীর সচিব ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মঈনুল হাসান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এবং সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের নির্বাহী পরিচালক মজিবর রহমান খোকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত ও অমর একুশের সূচনা সঙ্গীত পরিবেশন এবং কোরআন তেলাওয়াতসহ সকল শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সেই সাথে এরাই প্রথম ভাষা শহীদ ও অন্যান্য শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া এবং মোনাজাত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সরাসরি বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারেও সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বেগম খালেদা জিয়া বইমেলা ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন স্টল থেকে ৭টি বই কেনেন। নজরুল ইনস্টিটিউটের স্টল থেকে তিনি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' ও 'পত্রাবলী' বাংলা একাডেমীর স্টল থেকে 'বাংলা সাহিত্য কোষ', 'বিজ্ঞান কোষ' ও 'কম্পিউটার প্রোগ্রামিং' এবং ছায়াসের স্টল থেকে নৌ-মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধে সংসদে সংবাদপত্রে' ও তরুণ লেখক মেহেদী হাসান পলাশের 'সংখ্যালঘু রাজনীতি' বইগুলো নগদ মূল্যে কিনে নেন। এ সময় তার সাথে উপস্থিত মন্ত্রীরাও বেশকিছু বই কেনেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অমর ভাষা শহীদদের নামে ঢাকা মহানগরীতে উল্লেখযোগ্য কিছু স্থাপনার নামকরণ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এই ঢাকায় জীবন দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে শহীদ মিনার ছাড়া আর কোন নিদর্শন মহানগরীতে নেই। অথচ জাতীয় ইতিহাসে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। এমন অনেক লোকের নামেও অনেক কিছুর নামকরণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশে ভাষা আন্দোলনের এক গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের মানুষের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তাই শুধু রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যই নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির অনস্বীকার্য স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টির কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সাহিত্য সৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ধারাটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, অমর একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে গিয়ে তার আগের ইতিহাসও আমরা পরিহার করতে পারি না। এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে তার মূল্যায়নও করতে হবে। এ দেশের মানুষের হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি তাকালে আমরা বুঝতে পারি– বিশ্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসেবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার জন্যই মানুষ আত্মত্যাগ করেছে, জীবন দিয়েছে। সেই আত্মত্যাগ যাতে ব্যর্থ না হয় সে জন্য আমাদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে এবং নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমর একুশের আত্মত্যাগের পথ ধরে আমরা যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তেমনি আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি তথা সৃজনশীলতার সকল ক্ষেত্রে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলতর করার লক্ষ্যে প্রয়াস গ্রহণ করেছি। বাংলা ভাষার চর্চা ও সৃজনশীল উদ্যমের মূল কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে পরিচিত ও স্বীকৃত এই পরিচিতি ও স্বীকৃতি আমাদের নিজস্ব অর্জন এবং সে জন্য জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলনে আমাদের আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। উচ্চ শিক্ষাস্তরে এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার সূচিত হলেও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও পরিভাষার অভাব, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিষয়ক শব্দকোষের অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি দক্ষ জনশক্তির অনটনের কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এখনও অর্জন করতে পারিনি।